বাপের বেটা

সুকুমার বড়ুয়া

বাপের বেটা বলে কাকে
চিন্তা করে দেখ
বাংলাদেশ জন্মদাতা
শেখ মুজিবুর, শেখ...।

হাজার হাজার বছর গেলে-
হঠাৎ পাবে এমন ছেলে
আমরা পেলাম তেমন নেতা
লাখের মাঝে এক-

বজ্রকন্ঠ জাদুর ছোঁয়ায়
বীর বাঙালি জাগে,
এমন শক্তি এমন সাহস
কেউ দেখেনি আগে।

ধন্য মুজিব ধন্য তুমি
ধন্য হলো মাতৃভূমি।

এই বাঙালির অন্তরে যার
হচ্ছে অভিষেক,
বাপের বেটা বলে কাকে
চিন্তা করে দেখ।

ছড়া

অমর নামঃ শামসুর রহমান

একটি ছেলে, গাঁয়ের ছেলে
মাঠে-ঘাটে ছোটে,
রোদের মতো তাজা হাসি
ফোটে যে তার ঠোঁটে।

ঘাসের দিকে, লতার দিকে
তাকায় ভালোবেসে,
মধুমতী নদী তাকে
দেখে ওঠে হেসে।

এই ছেলেটি বড় হয়ে
দেশের লোকের তরে,
শত্রুসেনার সঙ্গে জীবন
বাজি রেখে লড়ে।

জেল জুলুমে দিন কাটে তার,
ভয় পায় না মোটে,
মুক্তি পেলে তার মিছিলে
সবাই এসে জোটে।

গাছের পাতা, ধূলিকণা
বলছে অবিরাম,
‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
অমর তোমার নাম।

বঙ্গবন্ধু: জাতির পিতা- লুৎফর রহমান রিটন

বলতে পারো কোন সে মানুষ
শোষিতদের মিতা
তিনিই হলেন বঙ্গবন্ধু
তিনিই জাতির পিতা।

বাঙলাদেশের নামের পাশে
মুজিব অলংকার,
তিনিই হলেন এই বাঙালির
শ্রেষ্ঠ অহংকার।

স্বাধীনতা তুমি
শামসুর রাহমান

স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা-
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত শ্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।
স্বাধীনতা তুমি
ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।
স্বাধীনতা তুমি
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।
স্বাধীনতা তুমি
বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর
শানিত কথার ঝলসানি-লাগা সতেজ ভাষণ।
স্বাধীনতা তুমি
চা-খানায় আর মাঠে-ময়দানে ঝোড়ো সংলাপ।
স্বাধীনতা তুমি
কালবোশেখীর দিগন্তজোড়া মত্ত ঝাপটা।
স্বাধীনতা তুমি
শ্রাবণে অকূল মেঘনার বুক
স্বাধীনতা তুমি পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন।
স্বাধীনতা তুমি
উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন।
স্বাধীনতা তুমি
বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহেদীর রঙ।
স্বাধীনতা তুমি বন্ধুর হাতে তারার মতন জ্বলজ্বলে এক রাঙা পোস্টার।
স্বাধীনতা তুমি
গৃহিণীর ঘন খোলা কালো চুল,
হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম।
স্বাধীনতা তুমি
খোকার গায়ের রঙিন কোর্তা,
খুকীর অমন তুলতুলে গালে
রৌদ্রের খেলা।
স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান,
বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি
নির্মলেন্দু গুণ

সমবেত সকলের মতো আমিও গোলাপ ফুল খুব ভালোবাসি,
রেসকোর্স পার হয়ে যেতে সেইসব গোলাপের একটি গোলাপ
গতকাল আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।

শহিদ মিনার থেকে খসে-পড়া একটি রক্তাক্ত ইট গতকাল আমাকে বলেছে,
আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।
সমবেত সকলের মতো আমিও পলাশ ফুল খুব ভালোবাসি, 'সমকাল'
পার হয়ে যেতে সদ্যফোটা একটি পলাশ গতকাল কানে কানে
আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।

শাহবাগ এ্যাভিন্যুর ঘূর্ণায়িত জলের ঝরনাটি আর্তস্বরে আমাকে বলেছে,
আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।

সমবেত সকলের মতো আমারো স্বপ্নের প্রতি পক্ষপাত আছে,
ভালোবাসা আছে_ শেষ রাতে দেখা একটি সাহসী স্বপ্ন গতকাল
আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।

এই বসন্তের বটমূলে সমবেত ব্যথিত মানুষগুলো সাক্ষী থাকুক,
না-ফোটা কৃষ্ণচূড়ার শুষ্কভগ্ন অপ্রস্তুত প্রাণের ঐ গোপন মঞ্জরীগুলো কান পেতে শুনুক,
আসন্ন সন্ধ্যার এই কালো কোকিলটি জেনে যাক_
আমার পায়ের তলায় পুণ্য মাটি ছুঁয়ে
আমি আজ সেই গোলাপের কথা রাখলাম, আজ সেই পলাশের কথা
রাখলাম, আজ সেই স্বপ্নের কথা রাখলাম।

আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি,
আমি আমার ভালোবাসার কথা বলতে এসেছিলাম।

টুঙ্গিপাড়ার খোকাবাবু

মুহম্মদ নূরুল হুদা

টুঙ্গিপাড়ার খোকাবাবু জগৎজোড়া নাম
সংসারে তার মন বসে না, জীবনটা সংগ্রাম।

হাজার চরের এই বাংলায় হাজার বরণ পাখি
উড়ছে তারা, ঘুরছে তারা, মুক্ত ডাকাডাকি।
খোকার বুকেও ওড়ার সাহস, জয় বাংলা মুখে
মানুষ পাখির সাহস বুকে শত্রু দিলো রুখে।
বললো খোকা: এ দেশটা নয় দখলসেনা পাকির,
এ দেশ শুধু বীর বাঙালি শহীদ সেনা-গাজীর,

একাত্তরের সাতই মার্চে স্বাধীনতার ডাক,
সেই ঘোষণায় নতুন স্বদেশ, নতুন নদীর বাঁক।
রক্তসাগর পাড়ি দিয়ে জিতলে স্বাধীন দেশ,
বীরবাঙালি বুকে অমর, এখন শহীদ বেশ।

শহীদ তুমি গাজী তুমি জাতিপিতা নাম-
বাংলামায়ের সেরার সেরা, জীবনটা সংগ্রাম।
পিতা তুমি সুখে-দুখে আমার বুকে থাকো
সংকটে সংশয়ে তুমি সাহস হয়ে ডাকো।

যতদিন এই বাংলাভাষা যতদিন এই ভূমি
ততদিনই জয়বাংলা আমার বুকে তুমি।

স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো: নির্মলেন্দু গুণ

একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে: 'কখন আসবে কবি?'

এই শিশু পার্ক সেদিন ছিল না,
এই বৃক্ষে ফুলে শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না,
এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকেল সেদিন ছিল না।
তা হলে কেমন ছিল সেদিনের সেই বিকেল বেলাটি?
তা হলে কেমন ছিল শিশু পার্কে, বেঞ্চে, বৃক্ষে, ফুলের বাগানে
ঢেকে দেয়া এই ঢাকার হৃদয় মাঠখানি?
জানি, সেদিনের সব স্মৃতি ,মুছে দিতে হয়েছে উদ্যত
কালো হাত। তাই দেখি কবিহীন এই বিমুখ প্রান্তরে আজ
কবির বিরুদ্ধে কবি,
মাঠের বিরুদ্ধে মাঠ,
বিকেলের বিরুদ্ধে বিকেল,
উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান,
মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ ... ।

হে অনাগত শিশু, হে আগামী দিনের কবি,
শিশু পার্কের রঙিন দোলনায় দোল খেতে খেতে তুমি
একদিন সব জানতে পারবে; আমি তোমাদের কথা ভেবে
লিখে রেখে যাচ্ছি সেই শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প।
সেই উদ্যানের রূপ ছিল ভিন্নতর।
না পার্ক না ফুলের বাগান,- এসবের কিছুই ছিল না,
শুধু একখন্ড অখন্ড আকাশ যেরকম, সেরকম দিগন্ত প্লাবিত
ধু ধু মাঠ ছিল দূর্বাদলে ঢাকা, সবুজে সবুজময়।
আমাদের স্বাধীনতা প্রিয় প্রাণের সবুজ এসে মিশেছিল
এই ধু ধু মাঠের সবুজে।
কপালে কব্জিতে লালসালু বেঁধে
এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক,
লাঙল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক,
পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক।
হাতের মুঠোয়য় মৃত্যু, চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত,
নিম্ন মধ্যবিত্ত, করুণ কেরানী, নারী, বৃদ্ধ, বেশ্যা, ভবঘুরে
আর তোমাদের মত শিশু পাতা-কুড়ানীরা দল বেঁধে।
একটি কবিতা পড়া হবে, তার জন্যে কী ব্যাকুল
প্রতীক্ষা মানুষের: "কখন আসবে কবি?' "কখন আসবে কবি?'

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অত:পর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর-কবিতাখানি:
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।

যাঁর মাথায় ইতিহাসের জ্যোতির্বলয়
শামসুর রহমান

যখন সুবেসাদিকে মুয়াজ্জিনের আজান
চুমো খেলো শহরের অট্টালিকার নিদ্রিত গালে,
ফুটপাতের ঠোঁটে, ল্যাম্পপোস্ট আর
দোকানপাটের নিঝুম সাইনবোর্ডের চিবুকে, বস্তির শীর্ণ শিশুর
শুকিয়ে যাওয়া ঘামের চিহ্নময় কপালে,
লেকের পানির নিথর, পাখির নীড়ের স্নিগ্ধ নিটোল শান্তিতে,
তখন ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর বাড়িতে
কয়েকটি কর্কশ অমাবস্যা ঢুকে পড়ল। অকস্মাৎ
স্বপ্নাদ্য হরিণের আর্তনাদে জেগে উঠে তিনি, প্রশস্তবক্ষ, দীর্ঘকায়,
সুকান্ত পুরুষ, যাঁর মাথায় ইতিহাসের জ্যোতি-বলয়,
এসে দাঁড়ালেন অসীম সাহসের প্রতিভূ।
কতিপয় কর্কশ অমাবস্যা, যাদের অন্ধকার থেকে
বেরিয়ে আসছিল পরিকল্পিত উন্মত্ততার বীভৎস জিভ,
তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিলো এক ঝাঁক দমকা বুলেট। ঈষৎ বিস্ময়-বিহ্বল,
অথচ স্থির, অটল নির্ভীক তিনি অমাবস্যার দিকে
আঙুল উঁচিয়ে ঢলে পড়লেন সিঁড়িতে। সেই মুহূর্তে
বাংলা মায়ের বুক বিদীর্ণ হলো; মেঘনা, পদ্মা, যমুনা, সুরমা,
আড়িয়াল খাঁ, ধরলা, ধলেশ্বরী, কুমার, কর্ণফুলি, বুড়িগঙ্গা এবং
মধুমতি তাজা রক্তে উঠল কানায় কানায়। বাংলায়
লহু-রাঙা ফোরাত বয়ে গেল, সীমারের নির্লোম বুক, শাণিত খঞ্জর,
ইমাম হোসেনের বিষণ্ন মুখ আর কারবালা প্রান্তর ভেসে উঠল দৃষ্টিপথে!

আকাশের মেঘমালা, এই গাঙ্গের বদ্বীপের সকল গাছপালা,
হঠাৎ জেগে-ওঠা প্রতিটি পাখি,
হাওয়ায় কম্পিত ঘাসের ডগা, সকল ফুলের অন্তর
হয়ে গেল দিগন্ত-কাঁপানো মাতম;
বাংলাদেশ ধারণ করল মহররমের সিয়া বেশ।

সদর রাস্তায় একচক্ষু দানবের মতো ট্যাঙ্কের উলঙ্গ ঘর্ঘর
আজানের ধ্বনিকে ডুবিয়ে দিতে চাইল,
লাঞ্ছিত করল নিসর্গের প্রশান্ত সম্ভ্রমকে,
প্রত্যুষের থমথমে, ফ্যাকাশে মুখে লেগে রইল
নব পরিণীতার রক্তের ছোপ, যার হাতে
তার বুকের রক্তের মতেই টাটকা মেহেদির রঙ,
প্রত্যূষ মুখ লুকিয়ে ফেলতে চাইল
ভয়ার্ত বালক রাসেলের দিকে অমাবস্যাকে অগ্রসর হতে দেখে,

কতিপয়, অমাবস্যাকে হায়েনা-চোখে
মৃত্যুর নগ্ন নৃত্য দেখে
প্রত্যূষ থমকে দাঁড়াল, ধিক্কারের ভাষা স্তব্ধতায় হলো বিলীন।

স্মরণ করতে চাই না সেই সব পাশব হাতকে,
যেগুলো মারণাস্ত্র উঁচিয়ে ধরেছিল তাঁর বুক লক্ষ্য করে
যিনি দুঃখিনী বাংলা মায়ের মহান উদ্ধার;
আমাদের দৃষ্টির স্ফুলিঙ্গে ভস্মীভূত হোক সেসব হাত,
যেগুলো মেতেছিল নারী হত্যা আর শিশু হত্যায়,
আমাদের থুতুতে পচে যাক সেসব হাত,
যেগুলো তাঁকে মাটি-চাপা দিতে চেয়েছিল

জনস্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে, অথচ তিনি মধুমতি নদীর তীরে
গাছপালা, লতাগুল্মঘেরা টুঙ্গিপাড়ায়
দীঘল জমাট অশ্রুপুঞ্জের মতো সমাহিত হয়েও
দিগ্বিজয়ী সম্রাটের ঔজ্জ্বল্য আর মহিমা নিয়ে
ফিরে এলেন নিজেরই ঘরে, জনগণের নিবিড় আলিঙ্গনে।
দেশের প্রতিটি শাপলা শালুক আর দোয়েল,
ফসল তরঙ্গ আর পল্লীপথ প্রণত তাঁর অপরূপ উদ্ভাসনে এবং
শ্রাবণের অবিরল জলধারা অপার বেদনায় জমাট বেঁধে
আদিগন্ত শোক দিবস হয়ে যায়।

আমার পরিচয়

- সৈয়দ শামসুল হক

আমি জন্মেছি বাংলায়
আমি বাংলায় কথা বলি।
আমি বাংলার আলপথ দিয়ে, হাজার বছর চলি।
চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে।
তেরশত নদী শুধায় আমাকে, কোথা থেকে তুমি এলে ?

আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে
আমি তো এসেছি সওদাগরের ডিঙার বহর থেকে।
আমি তো এসেছি কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে
আমি তো এসেছি পালযুগ নামে চিত্রকলার থেকে।

এসেছি বাঙালি পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার থেকে
এসেছি বাঙালি জোড়বাংলার মন্দির বেদি থেকে।
এসেছি বাঙালি বরেন্দ্রভূমে সোনা মসজিদ থেকে
এসেছি বাঙালি আউল-বাউল মাটির দেউল থেকে।

আমি তো এসেছি সার্বভৌম বারোভূঁইয়ার থেকে
আমি তো এসেছি ‘কমলার দীঘি’ ‘মহুয়ার পালা’ থেকে।
আমি তো এসেছি তিতুমীর আর হাজী শরীয়ত থেকে
আমি তো এসেছি গীতাঞ্জলি ও অগ্নিবীণার থেকে।

এসেছি বাঙালি ক্ষুদিরাম আর সূর্যসেনের থেকে
এসেছি বাঙালি জয়নুল আর অবন ঠাকুর থেকে।
এসেছি বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ থেকে
এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর থেকে।

আমি যে এসেছি জয়বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে
আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে।
এসেছি আমার পেছনে হাজার চরণচিহ্ন ফেলে
শুধাও আমাকে ‘এতদূর তুমি কোন প্রেরণায় এলে ?

তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির ইতিহাস শোনো নাই-
‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।’
একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি, আজো একসাথে থাকবোই
সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকবোই।

পরিচয়ে আমি বাঙালি, আমার আছে ইতিহাস গর্বের-
কখনোই ভয় করিনাকো আমি উদ্যত কোনো খড়্গের।
শত্রুর সাথে লড়াই করেছি, স্বপ্নের সাথে বাস;
অস্ত্রেও শান দিয়েছি যেমন শস্য করেছি চাষ;
একই হাসিমুখে বাজায়েছি বাঁশি, গলায় পরেছি ফাঁস;
আপোষ করিনি কখনোই আমি- এই হ’লো ইতিহাস।

এই ইতিহাস ভুলে যাবো আজ, আমি কি তেমন সন্তান ?
যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান;
তারই ইতিহাস প্রেরণায় আমি বাংলায় পথ চলি-
চোখে নীলাকাশ, বুকে বিশ্বাস পায়ে উর্বর পলি।

জয় বাংলা বাংলার জয়

কথা: গাজী মাজহারুল আনোয়ার

সুর- আনোয়ার পারভেজ

জয় বাংলা বাংলার জয়
জয় বাংলা বাংলার জয়।।
হবে হবে হবে, হবে নিশ্চয়
কোটি প্রাণ এক সাথে জেগেছে অন্ধরাতে
নতুন সূর্য ওঠার এই তো সময়।।
জয় বাংলা বাংলার জয়
জয় বাংলা বাংলার জয়।।

বাংলার প্রতি ঘর ভরে দিতে চাই মোরা অন্নে।।
আমাদের রক্ত টগবগ দুলছে মুক্তির দীপ্ত তারুণ্যে।।
নেই — ভয়
জয় হউক রক্তের প্রচ্ছদ পট।
তবু করি না করি না করি না ভয়।
জয় বাংলা বাংলার জয়
জয় বাংলা বাংলার জয়।।
অশোকের ছায় যেন রাখালের বাঁশরী হয়ে গেছে একেবারে স্তব্ধ।।
চারিদিকে শুনি আজ নিদারুণ হাহাকার আর ঐ কান্নার শব্দ।।
শাসনের নামে চলে শোষণের সুকঠিন যন্ত্র।।
বজ্রের হুঙ্কারে শৃঙ্খল ভাঙতে সংগ্রামী জনতা অতন্দ্র।
আর — নয়।
তিলেতিলে বাংগালীর এই পরাজয়।।
আর করি না করি না করি না ভয়।
জয় বাংলা বাংলার জয়।।
ক্ষুধা আর বেকারের মিছিলটা যেন ঐ দিন দিন শুধু বেড়ে যাচ্ছে
রোদে পুড়ে জলে ভিজে অসহায় হয়ে আজ ফুটপাতে তারা তাই কাঁদছে ।।
বার বার ঘুঘু এসে খেয়ে যেতে দেবো নাতো আর ধান,
বাংলার দুশমন তোষামদি চাটুকার সাবধান, সাবধান, সাবধান ।।
এই দি—ন ।
সৃষ্টির উল্লাসে হবে রংগীন ।।
আর মানি না মানি না কোন সংশয়
জয় বাংলা বাংলার জয়।।
হবে হবে হবে, হবে নিশ্চয়
কোটি প্রাণ এক সাথে জেগেছে অন্ধরাতে
নতুন সূর্য ওঠার এই তো সময়।।
জয় বাংলা বাংলার জয়
জয় বাংলা বাংলার জয়।।

মুজিব বাইয়া যাও রে

কথা: মোঃ শাহ বাঙালি

সুর- আব্দুল জব্বার

মুজিব বাইয়া যাও রে নির্যাতিত দেশের মাঝে
জনগনের নাওরে মুজিব বাইয়া যাও রে।।

ও মুজিব রে, ছলে কলে চব্বিশ বছর রক্ত খাইলো চুষি
জাতিরে বাচাইতে যাইয়া তুমি হইলা দোষী রে।।

মুজিব রে, খিদের জ্বালায় হৃদয় কালা শক্তি দানা মুখে
কথায় কথায় চালায় গুলি বাঙ্গালীদের বুকে রে।।

মুজিব রে, আকাশ কান্দে বাতাস কান্দেরে বাঙ্গালী
নিপিড়িত মানুষ কান্দে মুজিব মুজিব বলিরে।।

মুজিব রে, বাঙ্গালীদের ভাগ্যাকাশে এলা দুখের নিশি
তুমি বাংলার চির সম্রাট অন্ধকারের শশিরে।।

যদি রাত পোহালে শোনা যেত

কথা: হাসান মতিউর রহমান
সুর: মলয় কুমার গাঙ্গালী

যদি রাত পোহালে শোনা যেত,
বঙ্গবন্ধু মরে নাই।
যদি রাজপথে আবার মিছিল হতো,
বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চাই।
তবে বিশ্ব পেত এক মহান নেতা,
আমরা পেতাম ফিরে জাতির পিতা।

যে মানুষ ভীরু কাপুরুষের মতো,
করেনি কো কখনো মাথা নত।
এনেছিল হায়েনার ছোবল থেকে
আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা।

কে আছে বাঙ্গালি তার সমতুল্য,
ইতিহাস একদিন দেবে তার মুল্য।
সত্যকে মিথ্যার আড়াল করে,
যায় কি রাখা কখনো তা।

যদি রাত পোহালে শোনা যেত,
বঙ্গবন্ধু মরে নাই।
যদি রাজপথে আবার মিছিল হতো,
বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চাই।
তবে বিশ্ব পেত এক মহান নেতা,
আমরা পেতাম ফিরে জাতির পিতা।

শোনো, একটি মুজিবরের থেকে

কথা: গৌরী প্রসন্ন মজুমদার

সুর: অংশুমান রায়

শোনো, একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কন্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে ওঠে রণি।
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ।।

সেই সবুজের বুক চেরা মেঠো পথে,
আবার এসে ফিরে যাবো আমার
হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো।
শিল্পে কাব্যে কোথায় আছে হায় রে
এমন সোনার দেশ।

শোনো, একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কন্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে ওঠে রণি।
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ।।

বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ,
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা
রূপের যে তার নেইকো শেষ, বাংলাদেশ।.

‘জয় বাংলা’ বলতে মনরে আমার এখনো কেন ভাবো,
আমার হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো,
অন্ধকারে পুবাকাশে উঠবে আবার দিনমণি।।

বাংলার হিন্দু বাংলার বৌদ্ধ

কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

সুর: শ্যামল গুপ্ত

বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ,
বাংলার খ্রীষ্টান, বাংলার মুসলমান,
আমরা সবাই বাঙালী ।।
তিতুমীর, ঈসা খাঁ, সিরাজ
সন্তান এই বাংলাদেশের।
ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, নেতাজী
সন্তান এই বাংলাদেশের।
এই বাংলার কথা বলতে গিয়ে
বিশ্বটাকে কাঁপিয়ে দিল কার সে কন্ঠস্বর,
মুজিবর, সে যে মুজিবর,
‘জয় বাংলা’ বল রে ভাই।।
ছয়টি ছেলে বাংলাভাষার চরণে দিল প্রাণ,
তাঁরা বলে গেল ভাষাই ধর্ম,
ভাষাই মোদের মান।
মাইকেল, বিশ্বকবি, নজরুল
সন্তান এই বাংলাদেশের।
কায়কোবাদ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ
সন্তান এই বাংলাদেশের।
এই বাংলার কথা বলতে গিয়ে
বিশ্বটাকে কাঁপিয়ে দিল কার সে কন্ঠস্বর,
মুজিবর, সে যে মুজিবর,
‘জয় বাংলা’ বল রে ভাই।।

তুমি বাংলার ধ্রুবতারা

কথাঃ কামাল চৌধুরী

সুরঃ নকিব খান

তুমি বাংলার ধ্রুবতারা
তুমি হৃদয়ের বাতিঘর
আকাশে বাতাসে বজ্রকণ্ঠ
তোমার কণ্ঠস্বর ||

তুমি বাংলার ধ্রুবতারা
তুমি হৃদয়ের বাতিঘর
আকাশে বাতাসে বজ্রকণ্ঠ
তোমার কণ্ঠস্বর ||

তোমার স্বপ্নে পথচলি আজো
চেতনায় মহীয়ান
মুজিব তোমার অমিত সাহসে
জেগে আছে কোটি প্রাণ||

তুমি বাংলার ধ্রুবতারা
তুমি হৃদয়ের বাতিঘর
আকাশে বাতাসে বজ্রকণ্ঠ
তোমার কণ্ঠস্বর ||

বাংলা মায়ের রক্ত পলাশ
হৃদয় পদ্ম তুমি
তোমার নামে গর্বিত জাতি
আমার জন্মভূমি।।

তোমার স্বপ্নে পথচলি আজো
চেতনায় মহীয়ান
মুজিব তোমার অমিত সাহসে
জেগে আছে কোটি প্রাণ||

তুমি বাংলার ধ্রুবতারা
তুমি হৃদয়ের বাতিঘর
আকাশে বাতাসে বজ্রকণ্ঠ
তোমার কণ্ঠস্বর ||

পদ্মা মেঘনা মধুমতি জলে
স্মৃতির নাও ভাসে
তোমার মহিমা দিগন্তে দেখি
মুক্তির নিঃশ্বাসে।।

তোমার স্বপ্নে পথচলি আজো
চেতনায় মহীয়ান
মুজিব তোমার অমিত সাহসে
জেগে আছে কোটি প্রাণ||

তুমি বাংলার ধ্রুবতারা
তুমি হৃদয়ের বাতিঘর
আকাশে বাতাসে বজ্রকণ্ঠ
তোমার কণ্ঠস্বর।

বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে তোমার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলায়

কথাঃ মোঃ আবেদুর রহমান

সুরঃ সুধীন দাস গুপ্ত

বঙ্গবন্ধু ,
ফিরে এলে তোমার স্বপ্নের স্বাধীন
বাংলায়, তুমি আজ
ঘরে ঘরে এত খুশী তাই
কি ভালো তোমাকে বাসি আমরা
বলো কি করে বোঝাই ।

এদেশ কে বলো তুমি
বলো কেন এত ভালবাসলে
সাত কোটি মানুষের হৃদয়ের
এত কাছে কেন আসলে ।

এমন আপন আজ বাংলার
তুমি ছাড়া কেউ আর নাই
বলো কি করে বোঝাই ।

সারাটা জীবন তুমি
নিজে শুধু জেলে জেলে থাকলে
আর তব স্বপ্নের সুখি এক বাংলার
ছবি শুধু আঁকলে ।

তোমার নিজের সুখ সম্ভার
কিছু আর দেখলে না তাই ,
বলো কি করে বোঝাই ।

বঙ্গবন্ধু ,
ফিরে এলে তোমার স্বপ্নের স্বাধীন
বাংলায়, তুমি আজ
ঘরে ঘরে এত খুশী তাই
কি ভালো তোমাকে বাসি আমরা
বলো কি করে বোঝাই ।